দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপাচার্যশূন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়!

ভাবা যাইতে পারে বাংলাদেশের ৩৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে ভিসি ছাড়াই? ৬৭টিতে নাই উপ-উপাচার্য এবং ৪৪টিতে নাই কোষাধ্যক্ষ? প্রধান শীর্ষকর্মকর্তা ছাড়া এইসব বিশ্ববিদ্যালয় চলে কীভাবে বা কাহারা চালায় এই প্রশ্ন উঠাটা কি অযৌক্তিক? বর্তমানে দেশে মোট প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫টি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শীর্ষপদ যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান পড়িয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাহা ছাড়া গত বৎসরের নভেম্বরে ইউজিসি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তাহাতে বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির মূল সনদ উপাচার্য ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি চার বৎসর মেয়াদে প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিবেন। কিন্তু এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোটিতে একেবারে উপাচার্য নাই, আবার কোনোটিতে আছে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাহাকেও ভারপ্রাপ্ত হিসাবে উপাচার্য নিয়োগ দিতে পারেন না। ইহা অবৈধ ও আইনের পরিপন্থি। রাষ্ট্রপতির নিয়োগকৃত উপাচার্যের স্বাক্ষর ছাড়া শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেটও অগ্রহণযোগ্য। ফলে এই সংকটের কারণে হাজার হাজার শিক্ষার্থী যে বিপাকে পড়িবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চার বৎসর ধরিয়াই নাই বৈধ উপাচার্য। এই সময় শিক্ষার্থীদের সনদে স্বাক্ষর করিয়াছেন যাহারা, তাহারা কেহই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত নন। ফলে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে জটিলতা দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। ইহাতে শিক্ষার্থীরা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য এইসব কর্তৃপক্ষের কাহারও কাহারও অভিযোগ হইল, উপাচার্য নিয়োগের জন্য প্যানেল পাঠানো হইলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ইউজিসি কালবিলম্ব করিতেছে। আর ইউজিসি বলিতেছে অন্য কথা। তাহাদের ভাষ্য হইল, তাহারা সংশ্লিষ্টদের তাগাদা দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে যথাসময়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া যায় না। তাহারা এইক্ষেত্রে বিলম্ব হইবার কোনো সুযোগ নাই বলিয়া জানান। বরং অনিয়ম করিতে ইচ্ছা করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নীতিনির্ধারক পর্যায়ের এইসব পদ শূন্য রাখা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে একশ্রেণির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগকৃত উপাচার্যের সহিত যেমন সদাচরণ করেন না, তেমনি উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার নিয়োগ না দিয়া মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় চালাইতে পারিলে তাহাদের যে কী লাভ হয় তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

উচ্চশিক্ষা নিয়া এই ধরনের ছেলেখেলা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মই যেন নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনুমোদনহীন শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা, ট্রাস্টি বোর্ড নিয়া দ্বন্দ্ব, সার্টিফিকেট বাণিজ্য, আর্থিক প্রতিবেদন জমা না দেওয়াসহ নানা অনিয়ম ও সমস্যায় জর্জরিত এইসব বিশ্ববিদ্যালয়। পরিণামে দেশে-বিদেশে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দুর্নাম ছড়াইয়া পড়িতেছে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নিয়া যেইসব শিক্ষার্থী বিদেশে যাইতেছেন, তাহারা বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হইতেছেন। দেশেও এইসব শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট হইতেছে প্রশ্নবিদ্ধ। আমাদের গ্রাজুয়েটদের ওপর নষ্ট হইতেছে দেশিবিদেশি চাকরিদাতাদের আস্থা। অতএব, প্রত্যেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য, দক্ষ ও দেশে-বিদেশে সম্মানিত অধ্যাপকদের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দিতে হইবে। এইক্ষেত্রে অযথা যাহাতে কালক্ষেপণ না হয়, সেদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ইউজিসিকে সতর্ক নজর দিতে হইবে।